তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৭৫

মোহাম্মদ আবুল কালাম মাস্টারের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক (সিলেট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত) সাখাওয়াত হোসেন শফিকের পিতা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাস্টারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুমে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

 মোহাম্মদ আবুল কালাম মাস্টার আজ বগুড়ার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

#

তৌহিদুল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৭৪

ঢাকা-বরিশাল নৌপথ স্বস্তিদায়ক করতে কাজ করছে সরকার

 --নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

বরিশাল, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ঢাকা-বরিশাল নৌপথ বাংলাদেশের প্রাণ। এ পথের যাত্রীরা লঞ্চে যাতে নিরাপদে থাকে এবং নৌপথ যাত্রা স্বস্তিদায়ক হয় সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। গতকাল বিআইডব্লিউটিএর কর্মকর্তাদের নিয়ে নৌপথটি পরিদর্শন করে তিনি বলেন, নৌপথ কীভাবে সুগম ও নিরাপদ করা যায় সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেটুকু সমস্যা আছে তা দূর করে স্বস্তিদায়ক করা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী গতকাল বরিশাল নদী বন্দর পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সাথে এসব কথা বলেন।

 এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, বরিশালের জেলা প্রশাসক মোঃ অজিয়র রহমান।

 প্রতিমন্ত্রী বরিশাল নদী বন্দর এলাকায় গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। পরে, প্রতিমন্ত্রী বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র

সহ-সভাপতি নারীনেত্রী বেগম শাহানারা আব্দুল্লাহর কবর জিয়ারত করেন। এ সময় বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৭৩

শিল্প মন্ত্রণালয়ের জুন ২০২০ পর্যন্ত এডিপি’র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের হার (আর্থিক) ৯৯ দশমিক ১৭ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। আজ অনলাইনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্পসমূহের জুন ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

 শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ও বিশেষ অতিথি ছিলেন কামাল আহমেদ মজুমদার।

 সভায় জানানো হয়, সারের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে ৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। সভায় প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ এবং দেশীয় অভিজ্ঞ একাধিক স্টিল অবকাঠামো নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাফার গোডাউন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

 সভায় আরো জানানো হয, গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্তি পর্যায়ে রয়েছে এবং সাভারে অবস্থিত চামড়া শিল্পনগরীর সিইটিপির অটোমেশনের কাজ এবং এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। লেদার ওযার্কিং গ্রুপ (এলডব্লিউজি)-এর মানদন্ড অর্জনে উদ্যোগসমূহের সঠিক বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রকল্পসমূহের বিগত বছরের অব্যায়িত অর্থ ফেরত এবং প্রকল্পে নতুন পদ সৃজন সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

 শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনা-সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার কাজ করছে। সবাইকে আরো কর্মতৎপর এবং উদ্যমী হতে হবে। যেসব খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে প্রকল্প মূল্যায়ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের নির্দেশনা দেন।

 শিল্প প্রতিমন্ত্রী দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনে প্রকল্প গ্রহণের তাগাদা দেন। তিনি বলেন, কর্ণফুলী পেপার মিল-সহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পুরানো শিল্প কারখানাসমূহের আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের তাগাদা জানিয়ে বলেন, নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হলে জনগণের অর্থের অপচয় হয়।

 সভায় শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৭২

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবোধ দেশের পর্যটন বিকাশের মূলমন্ত্র

 -- বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবোধ, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পর্যটনকে বিকশিত করার মূলমন্ত্র। এই বিষযগুলো সব সময় আমাদের অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করছে।

 স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যটনকে সম্পৃক্তকরণ ও পর্যটন সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে আজ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক নওগাঁ জেলার সাথে আয়োজিত অনলাইন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ধর্মের ও সময়ের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্তি¦ক যে সকল স্থাপনা রয়েছে তা আমাদের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ। নওগাঁ জেলায় অবস্থিত পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, পতিসর জমিদার বাড়ি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারি বাড়ি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন আকর্ষণ। নওগাঁ জেলায় অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্তি¦ক স্থাপনাসমূহের গুরুত্বকে কাজে লাগিয়ে ভারত, ভুটান ও চীনের নাগরিকদের জন্য জায়গাটিকে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন গন্তব্যে রূপান্তরের সুযোগ রয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, পর্যটন স্থাপনা সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রত্নতাত্তি¦ক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন পর্যটন স্থাপনা দুর্বৃত্তরা যাতে কোনো রকমে অপদখল করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই পর্যটন স্থাপনাগুলোর কোনরকম ক্ষতি যাতে কেউ করতে না পারে তাও নজরে রাখতে হবে। যে সমস্ত দুর্বৃত্ত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্তি¦ক পর্যটন স্থাপনা অপদখল বা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

 বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক আবু তাহের মোহাম্মদ জাবেরের সঞ্চালনায় ও নওগাঁ জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ হারুন-অর-রশিদের সভাপতিত্বে কর্মশালায আরো উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাবেদ আহমেদ, পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিগণ, গণমাধ্যম কর্মী, বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ ও পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সেক্টরের অংশীজন।

#

তানভীর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২১১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৭৭১

**শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মকে কৃষিকাজে এগিয়ে আসতে হবে**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক কৃষি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতে নতুন আইডিয়া বা উদ্ভাবনী নিয়ে শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশে দিন দিন কৃষি শ্রমিকের সংকট বাড়ছে। অন্যদিকে শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে রয়েছে কৃষির প্রতি অনীহা। দেশের শিক্ষিত বেকার তরুণদেরকে কৃষিকাজে আকৃষ্ট করতে হবে, তাদের আগ্রহ বাড়াতে হবে। তাদের মাধ্যমেই কৃষিখাতে নতুন মাত্রা যোগ হতে পারে। কৃষি উন্নত, আধুনিক ও লাভজনক হতে পারে।

 মন্ত্রী আজ নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে গ্রামীণকৃষি অর্থনীতি শক্তিশালী করণে যুব উদ্যোক্তা শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

          কৃষিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষিত তরুণেরা পুরানো পদ্ধতির কৃষিতে আকৃষ্ট হবে না। তাঁরা হাল নিয়ে চাষাবাদে বা হাত দিয়ে ধান লাগাতে কম আগ্রহী হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁরা উন্নত প্রযুক্তির আধুনিক কৃষি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতে আগ্রহী হবে। এ সরকার কৃষিকে লাভজনক, আধুনিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি কৃষি যান্ত্রিকীকরণের নেয়া হয়েছে ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার প্রকল্প। যার মাধ্যমে প্রায় ৫২ হাজার আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের দেয়া হবে। এতে কৃষি উৎপাদন যেমন বাড়বে তেমনি কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতও বাড়বে। পাশাপাশি, কৃষির যান্ত্রিকীকরণের ফলে দেশের শিক্ষিত বেকার তরুণেরা খুব সহজেই কৃষিকাজে আকৃষ্ট হবে, আগ্রহী হবে। তরুণেরা শুধু প্রচলিত ফসল নয়, অপ্রচলিত ফসল যেমন কাজু বাদাম, কফি, ড্রাগন ফল, গোল মরিচ-সহ নতুন নতুন ফসলের চাষাবাদে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

এ ওয়েবিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. হুমায়ুন কবীর। উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড অভ্ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু ইউসুফ মোঃ আবদুল্লাহ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান এস এম বখতিয়ার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ওয়েবিনারে কোভিড-১৯ চলাকালীন সম্ভাব্য খাদ্য সংকট মোকাবিলা,  গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ ও কৃষিকে লাভজনক করতে তরুণদের উদ্যোক্তা হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

#

কামরুল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৭০

**শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রায় ৩০ কোটি টাকা জমা দিলো গ্রামীণফোন**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 চলমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণের দুর্যোগময় পরিস্থিতিতেও শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তাহবিলে প্রায় ৩০ কোটি টাকা দিয়েছে গ্রামীণফোন।

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব কে এম আব্দুস সালামের হাতে গ্রামীণফোনের প্রধান মানব সম্পদ কর্মকর্তা (সিএইচআরও) সৈয়দ তানভীর হুসাইনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল ২৯ কোটি ৭৮ লাখ ৭৫ হাজার ৯৪১ টাকার চেক হস্তান্তর করেন ।

 চেক প্রদান অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম বলেন, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের কল্যাণের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী সরকার ফাউন্ডেশন তহবিল গঠন করে। এ তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে, আহত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিকের চিকিৎসা এবং শ্রমিকের মেধাবী সন্তানের উচ্চ শিক্ষায় সহাযতা দেয়া হয়। করোনার এই দুর্যোগকালীন সময়ে এবছর প্রায় দুই হাজার শ্রমিককে এ তহবিল থেকে প্রায় সোয়া ছয় কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের গতিশীল নেতৃত্বে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন সব সময় শ্রমিকদের কল্যাণে পাশে থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 গ্রামীণফোনের প্রধান মানব সম্পদ কর্মকর্তা বলেন, চলমান সঙ্কটকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়তা কার্যক্রম হিসেবে উন্নয়ন অংশীদার, সরকারি সংস্থা ও খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ অংশীদারিত্বে জনগণকে জরুরি যোগাযোগ পরিষেবা সরবরাহ, সম্মুখসারির চিকিৎসাকর্মীদের এবং বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে সহায়তা ও তরুণদের ক্ষমতায়নের জন্য গ্রামীনফোন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এই প্রতিকূল সময়ে এ সহায়তা নিঃসন্দেহে দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকদের সহায়তা করবে।

 চেক প্রদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৭৬৯

**বিদেশ ফেরত কর্মীরা কর্মসংস্থানে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য**

 **-প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 আজ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরামের দ্বিতীয় সভা অনলাইন জুম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

 মন্ত্রী বলেন, বিদেশ ফেরত কর্মীরা অভিজ্ঞতার বিবেচনায় দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। মন্ত্রী বলেন, সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করতে সকল অংশীজনকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রবাসী কর্মীদের সামগ্রিক কল্যাণে সরকারের উদ্যোগসমূহ তুলে ধরে তিনি জানান, সরকার বিদেশগামী কর্মীদের জন্য জীবন বিমায় ভর্তুকি প্রদান, প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য বিদেশে স্থাপিত বাংলা স্কুলে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান, রেমিটেন্স প্রেরণের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান করছে।

 ইমরান আহমদ বলেন, কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী কর্মীদের জরুরি খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা এবং দেশে অবস্থানরত তাদের পরিবারের বিপদগ্রস্ত সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উল্লেখ করে মন্ত্রী আরো বলেন, কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশ ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রীকরণের জন্য ৭০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন-সহ বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর আওতায় কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশ ফেরত কর্মীদের ৪ শতাংশ সরল সুদে বিনিয়োগ ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সভার শুরুতে মন্ত্রী কোভিড-১৯ এ মৃত প্রবাসী কর্মীদের আত্মার শান্তি কামনা করেন ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

 সভায় শ্রম অভিবাসন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাজে সমন্বয়ের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সরকারি সংস্থা, এনজিও ও আন্তর্জাতিক সংস্থার অংশীজনদের নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ এর আওতায় গঠিত ছয়টি
সাব-কমিটি নিয়মিতভাবে আলোচনা করে নীতি বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীনের সঞ্চালনায় উক্ত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বায়রা’র সভাপতি বেনজীর আহমদ এমপি, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো’র মহাপরিচালক মোঃ সামছুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

রাশেদ/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬৮

**শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ স্বাক্ষরিত**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

 আজ অনলাইনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এ সকল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শিল্পসচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

 চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দপ্তর-সংস্থার প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষে শিল্প সচিব এপিএ-তে স্বাক্ষর করেন।

 শিল্পমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখতে সরকার তৎপর রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সার্বক্ষণিক তদারকি ও নির্দেশনায় জীবন ও জীবিকার মাঝে সমন্বয়ের চ্যালেঞ্জ নিয়ে করোনাকালে সরকার কাজ করছে। শিল্পমন্ত্রী নির্বাচনি ইশতেহারে শিল্প খাতের উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে কর্মকর্তাদের আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

 শিল্প প্রতিমন্ত্রী কাজে গতানুগতিকতা পরিহার করে এপিএর অধীনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরো আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিল্প খাতের উন্নয়নে আরো সক্রিয়ভাবে কাজ করা ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করার মাধ্যমে মুজিববর্ষকে সার্থক করতে হবে।

#

মাসুম/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                নম্বর : ২৭৬৭

**লাকসাম উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির মৃত্যুতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 কুমিল্লার লাকসাম উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এনায়েত উল্লাহ এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 মন্ত্রী আজ তাঁর শোকবার্তায় বলেন, মরহুম এনায়েত উল্লাহ এর মৃত্যুতে তিনি একজন বিশ্বস্ত সহচরকে হারালেন। আজ ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজেউন)।

 মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 #

হায়দার/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬৬

**সিভিএফ দূত মনোনীত হওয়ায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে আইনমন্ত্রীর অভিনন্দন**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 জলবাযু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর জোট- ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) দূত মনোনীত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

 আজ এক অভিনন্দন বার্তায় আইনমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের মূলে রয়েছে শিল্পোন্নত দেশগুলোর মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ-সহ ৪৮টি দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় এসব দেশের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম।

 আইনমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, সায়মা ওয়াজেদ হোসেন তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সিভিএফ সদস্যভুক্ত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। একইসাথে তিনি সিভিএফ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধ-সহ অভিযোজন কার্যক্রম জোরদার করতে এবং মতৈক্য সৃষ্টিতে সাফল্যের সাথে কাজ করবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন আইনমন্ত্রী।

 উল্লেখ্য, সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একজন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ প্যানেল সদস্য ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সংস্থাটির অটিজম বিষযক শুভেচ্ছা দূত এবং বাংলাদেশের অটিজম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

 এবার সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুলের সঙ্গে মালদ্বীপের সাবেক প্রেসিডেন্ট নাশিদ কামাল, ফিলিপাইনের ডেপুটি স্পিকার লরেন লেগ্রেডা ও কঙ্গোর জলবায়ু বিশেষজ্ঞ তোসি মাপ্নুকেও সিভিএফ এর বিষয়ভিত্তিক দূত হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

#

রেজাউল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬৫

**জাতীয় শুদ্ধাচার পুরষ্কার পেলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের তিন কর্মকর্তা-কর্মচারী**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের তিনজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০২০ প্রদান করা হয়েছে ।

 আজ সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলনকক্ষে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম পুরস্কার হিসেবে তিনজনকে সনদ ও ক্রেস্ট দেন। এছাড়া তাদের এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে।

 স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে শুদ্ধাচার পুরস্কার অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নীতিকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ দেয়ার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭’ প্রণয়ন করে। নীতিমালা অনুযায়ী ১১টি ক্ষেত্র ও ১৯টি সূচক বিবেচনায় নিয়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার দেওয়ার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন করা হয়।

#

হায়দার/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                নম্বর : ২৭৬৪

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৭৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, এদের মধ্যে ২ হাজার ২৭৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ২৩ হাজার ৪৫৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৪ জন-সহ এ পর্যন্ত ২ হাজার ৯২৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ২৩ হাজার ৮৮২ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    নম্বর : ২৭৬৩

**কাজে গতি আনতে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে**

 **-স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 উন্নয়ন প্রকল্পসহ যেকোন প্রকল্প নেওয়ার সময় একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের সাথে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, কোন সময় কী কাজ করবেন, কখন করবেন এবং কীভাবে করবেন এর একটি নির্দিষ্ট টাইম লাইন অথবা ওয়ার্ক প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। এতে যে কোনো প্রজেক্ট বা কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা সহজ হবে। এ টাইম ফ্রেম শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে করলেই হবে না, এটি সব সময় পর্যালোচনা করে কাজের অগ্রগতি যাচাই করতে হবে বলেও জানান তিনি।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, মন্দ কাজের জন্য যেমন শাস্তি পেতে হবে তেমনি যারা ভালো কাজ করবেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হলে কাজের আগ্রহ বাড়বে। মহামারী করোনা ভাইরাসের মধ্যেও বিবেকের তাড়নায়, দেশের উন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর, বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠান তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করায় সকলের প্রশংসা করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী।

 এ সময় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়নে ঢাকা ওয়াসা প্রথম, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দ্বিতীয় এবং সিলেট সিটি করপোরেশন তৃতীয় স্থান অর্জন করায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ধন্যবাদ জানান।

 স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ২০টি দপ্তর, সংস্থা ও সিটি কর্পোরেশনের সমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের পক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

 স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

 এছাড়া, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, রংপুর সিটি করপরেশন ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং খুলনা ওয়াসা ও রাজশাহী ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

#

হায়দার/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৭২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৭৬২

**হাতিরঝিলের পানি যেকোনো মূল্যে দূষণমুক্ত রাখতে হবে**

 **-গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, হাতিরঝিলের পানিকে যেকোনো মূল্যে দূষণমুক্ত রাখতে হবে।

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত রাজউকের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক এক সভায় প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি নির্মল পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য। কিন্তু প্রতিনিয়ত আশপাশের এলাকা থেকে সুয়ারেজ লাইনের দূষিত পানি ও ময়লা আবর্জনা পরিবেশ দূষণ করছে ও এর পানিতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করছে। এতে সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। দূষিত পানি ও আবর্জনা পচা গন্ধে এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যহানির ঘটছে। এর স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। যেকোনো মূল্যে আশপাশের এলাকার সুয়ারেজ লাইনের ময়লা হাতিরঝিলে প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। একই সাথে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে যেন দূষিত পানি দ্রুত অপসারিত হতে পারে।

 প্রতিমন্ত্রী এ সময় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। তিনি সকল প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সাথে প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রাখারও নির্দেশনা প্রদান করেন।

#

রেজাউল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৭৬১

**আগস্টে চালু হচ্ছে বিমানের ঢাকা-কুয়েত রুটের ফ্লাইট**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 আগামী আগস্ট ২০২০ থেকে  বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঢাকা-কুয়েত-ঢাকা রুটে সপ্তাহে এক দিন প্রতি মঙ্গলবার সিডিউল ফ্লাইট পরিচালনা করবে।

 এছাড়া, এখন থেকে ঢাকা-দুবাই- ঢাকা রুটে প্রতি সপ্তাহে ৩ টির পরিবর্তে ৫ টি সিডিউল ফ্লাইট পরিচালিত হবে। সম্মানিত যাত্রীগণ বিমানের বিক্রয় অফিস, ওয়েবসাইট, মোবাইল  অ্যাপ ও এজেন্টের মাধ্যমে টিকিট ক্রয় করতে পারবেন।

 বিস্তারিত তথ্যের জন্য যাত্রীদের বিমান ওয়েবসাইট: [www.biman-airlines.com](http://www.biman-airlines.com/) ও বিমানের কল সেন্টারের ০১৭৭৭৭১৫৬১৩-১৬ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

তানভীর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                           নম্বর : ২৭৬০

**জনগণ এমনকি কর্মীদের থেকেও বিচ্ছিন্ন বিএনপি নেতারা**

 **-তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘জনগণ এমনকি কর্মীদের থেকেও বিচ্ছিন্ন বিএনপি নেতারা অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যই শুধু টিভির পর্দায় কথা বলেন।’

 আজ দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা সুদীপ্ত কুমার দাস, সাধারণ সম্পাদক মিয়া আলাউদ্দিন, কার্যনির্বাহী সদস্য আওলাদ হোসেন প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

 বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদের ‘সরকার দুর্নীতিতে বেসামাল’ মন্তব্যের প্রতি তথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ড. হাছান বলেন, ‘সীমাহীন দুর্নীতি- দুঃশাসনের কারণে যারা দেশকে পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছিল, একবার অবশ্য আফ্রিকার একটি দেশের সাথে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন -সেই বিএনপি’র মুখপাত্র হচ্ছেন রিজভী আহমেদ। তারা যখন দুর্নীতির কথা বলে, তখন লোকে হাসে।’

 আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘পেট্রোল বোমার রাজনীতি করার কারণে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শুধু জনগণ থেকেই নয়, বিএনপি নেতারা তাদের কর্মীদের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। টেলিভিশনে উপস্থিতির মাধ্যমে তারা তাদের অস্তিত্বটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন কথা বলে, এছাড়া অন্য কিছু নয়।’

 বন্যা মোকাবিলায় সরকারের তৎপরতা সম্পর্কে ড. হাছান বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বন্যা-দুর্যোগ মোকাবিলায় অতীতেও সক্ষমতা দেখিয়েছেন, এখনো সফলভাবে বন্যা মোকাবিলা করছেন। ১৯৯৮ সালে যে ভয়াবহ বন্যায় দেশের ৭৫ শতাংশ স্থল তিন মাস পানির নিচে ছিল, তখনও অনাহারে মানুষ মৃত্যুবরণ করেনি। এবং সেই বন্যাকে সফলভাবে মোকাবিলা করে তিনি বিশ্ববাসীকে তার সক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।’

 পরবর্তীতে গত সাড়ে ১১ বছরে যত প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বন্যা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী সেগুলো সফলভাবে মোকাবিলা করে দুর্যোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করেছেন। এখনও বন্যা মোকাবিলায় তার নেতৃত্বে ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়-সহ পুরো সরকার কাজ করছে, বন্যার্তদের কাছে সাহায্য পাঠানো থেকে শুরু করে সবকিছু করা হচ্ছে।’

 আর যারা এ নিয়ে টেলিভিশনে বসে বসে কথা বলছেন, তারা কিন্তু বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াননি, মন্তব্য করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমাদের দলের নেতাকর্মীরা স্ব স্ব জায়গায় যেখানে বন্যা হয়েছে, সেখানে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি আবারও আমাদের দলের নেতাকর্মীদের কাছে অনুরোধ জানাবো যতদিন বন্যা থাকবে, ততদিন তারা যেন মানুষের পাশে থাকে।’

 চলচ্চিত্র শিল্প প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার হাত ধরে ১৯৫৭ সালে যে শিল্পের যাত্রা শুরু সেই শিল্পের স্বর্ণালী যুগ ফিরিয়ে আনতে আমরা কাজ করছি। প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এই শিল্পকে কীভাবে বাঁচানো যায়, কীভাবে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, কীভাবে আমাদের দেশের বাংলা ছবি আন্তর্জাতিক বাজারেও স্থান করে নিতে পারে, সে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সবসময় চিন্তা করেন, আমাকেও নানা নির্দেশনা দিয়েছেন, আমি তাঁর সাথে আলোচনাও করেছি, জানান ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 বর্তমান পরিস্থিতিতে সিনেমা হল খোলার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘বন্যা পরিস্থিতি এবং করোনার কারণে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার বাধ্যবাধকতার ফলে এ বিষয়ে আরেকটু ধীরে সুস্থে এগুনো ভালো হবে বলে মনে হয়। করোনার প্রকোপ যখন একেবারে কমে যাবে, তখন আমরা সিনেমা হল পুনরায় চালু করার বিষয়টি আবার আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। বিপুল দর্শক থাকা সত্ত্বেও এখনও ভারতে সিনেমা হল খুলে দেয়া হয়নি, পাকিস্তানেও তাই।’

 এ সময় চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা সুদীপ্ত কুমার দাসের প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে তথ্যমন্ত্রী জানান, সিনেমা হলগুলোর বিদ্যুৎ বিল বাণিজ্যিক হারের পরিবর্তে শিল্প হারে নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যেই বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আর বিদেশি চলচ্চিত্র আমদানির বিষয়ে সবার সাথে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সিনেমা হল আধুনিকায়ন ও নতুন করে চালু করার জন্য স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথেও আলোচনা চলছে।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৭২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                     নম্বর : ২৭৫৯

**পায়রা বন্দরের কাজে গতিশীলতা এসেছে, শীঘ্রই দৃশ্যমান হবে**

 **-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

কলাপাড়া (পটুয়াখালী), ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, পায়রা বন্দরের কাজে গতিশীলতা এসেছে। চ্যালেঞ্জ আছে, সেগুলো মোকাবিলা করে শীঘ্রই পায়রা বন্দরকে দৃশ্যমান জায়গায় নেওয়া সম্ভব হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় পায়রা বন্দরের সম্মেলন কক্ষে বন্দর কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে শুধু স্বপ্ন দেখান না, তিনি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন। করোনা পরিস্থিতিতেও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, একজন মানুষ গৃহহীন থাকবে না। ধারাবাহিকভাবে কাজ হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য সরকার কাজ করছে।

 এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য কাজী কানিজ সুলতানা, পায়রা বন্দরের চেয়ারম্যান কমডোর হুমায়ুন কল্লোল এবং বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক।

 প্রতিমন্ত্রী পায়রা বন্দরের অফিস প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন। পরে, প্রতিমন্ত্রী বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে সংসদ সদস্য মোঃ মহিবুর রহমান, সংসদ সদস্য কাজী কানিজ সুলতানা, পায়রা বন্দর ও বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

 বৈঠকে জানানো হয়, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত ৭৩টি জাহাজ পায়রা বন্দরে এসেছে। এর মধ্যে ৩১টি কয়লাবাহী জাহাজ। সরকার এসব জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ের মাধ্যমে ১৭৮ কোটি টাকা আয় করেছে।

 উল্লেখ্য, পায়রা বন্দর অবকাঠামো সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রথম টার্মিনাল প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এগুলোর কাজ ২০২২ সাল নাগাদ শেষ হবে।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৮

কেবল অপারেটর থেকে পে চ্যানেল বিল উত্তোলন বিষয়ক মিথ্যা চিঠি প্রসঙ্গে

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 ‘মেয়াদ উত্তীর্ণ বা লাইসেন্স বিহীন পে চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউটরদের মাঠ পর্যায়ে কেবল অপারেটর থেকে পে চ্যানেল বিল উত্তোলন প্রসঙ্গে’ শিরোনামে একটি ভুয়া চিঠি তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার) মোঃ মিজান-উল-আলমের স¦াক্ষর জাল করে ফেসবুক-সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে দিয়ে গুজব রটানো হচ্ছে।

 প্রকৃতপক্ষে, মন্ত্রণালয় থেকে এ ধরনের কোনো চিঠি জারি করা হয়নি। এ ধরণের গুজব রটানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধের সাথে জড়িতদের সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার প্রক্রিয়া হাতে নেওয়া হয়েছে।

 এ বিষয়ে স্পষ্টীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের টিভি-২ শাখার সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

#

রুজিনা/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৭

**কোরবানীর পশুর চামড়া ছাড়ানো বিষয়ে সতর্কতা**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 প্রতিবছর পবিত্র ঈদুল-আযহায় অসতর্কতা বা না-জানার কারণে কোরবানীর পশুর চামড়া ছাড়ানোর সময় প্রায় ৩০ শতাংশ চামড়া অপচয় হয়। এছাড়া চামড়া সংরক্ষণও সঠিকভাবে করা হয় না।

 কিছু সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে এ অপচয় রোধ করা সম্ভব। সতর্কতাসমূহ হলো :

* ক্চোখা ছুরি দিয়ে গলা হতে লেজ এবং এক পা থেকে অন্য পা পর্যন্ত চামড়া ফাড়তে হবে।
* চামড়া ছাড়াতে বাঁকানো মাথার ছুরি ব্যবহার করতে হবে।
* প্রতি চামড়ায় ৬-৮ কেজি সাধারণ লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

#

তানভীর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৭৫৬

**ইদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির পশুর কাঁচা চামড়ার মূল্য নির্ধারণ**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, এ বছর লবণযুক্ত কাঁচা চামড়ার মূল্য ঢাকায় গরুর প্রতিবর্গফুট ৩৫-৪০ টাকা, ঢাকার বাইরে ২৮-৩২ টাকা, খাসির সারাদেশে ১৩-১৫ টাকা এবং বকরির সারাদেশে ১০-১২ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ট্যানারির মালিকগণ উল্লিখিত মূল্যে কাঁচা চামড়া ক্রয় করার ঘোষণা দিয়েছেন। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা চামড়ার মূল্য এবং সামগ্রীক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন, ট্যানারি এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে চামড়ার আন্তর্জাতিক বাজার দর, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে চাহিদা, বাংলাদেশের চামড়ার গুণগত মান, স্থানীয় চাহিদা ও মজুত পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আজ আসন্ন ইদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির পশুর কাঁচা চামড়ার মূল্য নির্ধারণ, কাঁচা চামড়া সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মিডিয়ায় প্রচার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা সংক্রান্ত জুম প্লাটফর্ম সভায় করে এসব কথা বলেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আরো বলেন, চামড়ার নির্ধারিত মূল্য নিশ্চিতকরণ, যথাযথ প্রক্রিয়ায় চামড়া সংগ্রহ ও যথাসময়ে লবণ লাগানো নিশ্চিত করতে হবে। ইদের দিন থেকে দেশব্যাপী কঠোরভাবে বিষয়গুলো মনিটরিং করবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গঠিত মনিটরিং টিম। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রয়োজনে এবার কাঁচা চামড়া ও ওয়েষ্ট ব্লু চামড়া রপ্তানি করা হবে।

 টিপু মুনশি বলেন, এ বছর চামড়া যাতে নষ্ট না হয় এবং নির্ধারিত মূল্য নিশ্চিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং কঠোরভাবে মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। চামড়া সংগ্রহের ৫-৬ ঘন্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় লবণ মিশাতে হবে, দেশে পর্যাপ্ত লবণ রয়েছে, সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত করণ, নির্ধারিত মুল্যে ক্রয়-বিক্রয়সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর জেলা পর্যায়ে মনিটরিং করবে। জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, বেতার, কমিউনিটি রেডিওতে প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া, ফেসবুক-ইউটিউবে ১০ লাখ মানুষের কাছে ভিডিও বার্তা প্রেরণ এবং পর্যাপ্ত হ্যান্ডবিল বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

 তিনি বলেন, দেশের মোট চাহিদার সিংহ ভাগ কাচাঁ চামড়া সংগ্রহ করা হয় পবিত্র ইদুল আজহার সময়ে এবং প্রাপ্ত কাঁচা চামড়ার সাথে একদিকে যেমন দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে এতিমখানা, মসজিদ ও মাদ্রাসা জড়িত, তেমনি এ কাঁচা চামড়া রপ্তানিমূখী শিল্পের কাঁচামাল। তাই এর উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা হয়।

 বাণিজ্য সচিব ড. মো. জাফর উদ্দীনের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন, তথ্য সচিব কামরুন নাহার, এফবিসিসিআই-এর সহসভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েমনের চেয়ারম্যান শাহীন আহমেদ, বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ মাহিন, লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনে প্রেসিডেন্ট মো. সাইফুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ হাইড এন্ড মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি আফতাব খান।

#

লতিফ বকসী/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৭৫৫

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে সংসদ ভবন চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন স্পিকার**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে-- যার মধ্যে বৃক্ষরোপণ অন্যতম। পরিবেশবান্ধব বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ সময় তিনি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হওয়ায় সকলকে অভিনন্দন জানান।

 তিনি আজ জাতীয় সংসদ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ  জাতীয় সংসদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি একটি আম, একটি অশোক ও একটি নাগেশ্বর চারা রোপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ গাছের চারা রোপণ করেন।

 স্পিকার বলেন, পর্যায়ক্রমে সকল সংসদ সদস্যবৃন্দ সংসদ ভবন চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৩৫০ থেকে  ৫০০টি বৃক্ষের চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সংসদ ভবন চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন ।

 জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম এবং পার্লামেন্ট মেম্বারস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবি তাজুল ইসলাম বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে  অংশ নিয়ে গাছের চারা রোপণ করেন। অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্যবৃন্দ, পিডব্লিউডির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

তারিক/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১৬১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৭৫৪

**পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 সরকারের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর আজ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মো. রেজাউল আহসানের সভাপতিত্বে চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

 বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেছেন, সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রত্যেকটি কাজেরই একটি লক্ষ্যমাত্রা থাকা উচিত। লক্ষ্যমাত্রা সুনির্দিষ্ট না হলে আমরা বছর শেষে কি অর্জন করলাম তা স্পষ্ট হয়না। আজকের এই চুক্তির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা সমূহের কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হলো।

 প্রতিমন্ত্রী দপ্তর ও সংস্থার প্রধানদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করবেন। আপনাদের সফলতাই আমাদের সফলতা, আপনাদের অর্জনই আমাদের অর্জন। আশা করি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আপনারা সচেষ্ট হবেন। সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার প্রাধান্য দিয়ে কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌছানোর লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করার জন্য দপ্তর ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন আমার বাড়ি, আমার খামার প্রকল্প, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বঙ্গবন্ধু পল্লী দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা), পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর দপ্তর প্রধানগণ নিজ নিজ দপ্তর ও সংস্থার পক্ষে এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

#

আহসান/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৭৫৩

**ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার নেপথ্য কারিগর বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়**

 **-ওবায়দুল কাদের**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতার রোল মডেল। তাঁর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির রোল মডেল। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার নেপথ্য কারিগর হিসেবে কাজ করছেন বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র, পরিশ্রমী, মেধাবী ও পরিচ্ছন্ন জীবন-জীবিকার অধিকারী কম্পিউটার বিজ্ঞানী সজীব ওয়াজেদ জয়।

 সাম্প্রতিককালে দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিখাতে অর্জিত হয়েছে অসামান্য সাফল্য, বেড়েছে সক্ষমতা। করোনার এসময়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সামাজিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা তারই প্রমাণ।

 আজ সকালে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তার বাসভবনে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে ‘সজীব ওয়াজেদ জয় : সমৃদ্ধ আগামীর প্রতিচ্ছবি’ শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনশেষে ব্রিফিং-এ একথা বলেন।

 এসময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও গ্রন্থের প্রকাশক জুনাইদ আহ্মেদ পলক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব এবং গ্রন্থের সম্পাদক আশরাফুল আলম খোকন ও গ্রন্থের পরিকল্পনাকারী ইয়াসিন কবির জয় উপস্থিত ছিলেন।

 জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের নেপথ্য নায়ক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিখাতে নি:শব্দে ঘটে যাওয়া বিপ্লবের স্থপতি সজীব ওয়াজেদ জয়।

 মন্ত্রী বলেন, দেশের লাখ লাখ তরুণ এখন ঘরে বসে আয় করছে। প্রতিযোগিতা করছে গোটা বিশ্বের সাথে। লাখ লাখ তরুণের মাঝে এ স্বপ্ন বুনে দিয়েছেন সজীব ওয়াজেদ জয়। মেধাবী তারুণ্যের হাত ধরেই বাংলাদেশ সমৃদ্ধির সোনালী সোপানে পৌঁছবে বলে তিনি এসময় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 এদেশের রাজনীতিতে সততা আর দেশপ্রেমের অনন্য নজির বঙ্গবন্ধুর পরিবার উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, দেশের প্রতিটি অর্জনে রয়েছে বঙ্গবন্ধু পরিবারের বলিষ্ঠ অবদান। তিনি বলেন, ’৭৫ পরবর্তী দেশে সবচেয়ে সফল রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদ শেখ হাসিনা।

 তিনি বলেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনা দেশের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমে ক্ষণিকের ছন্দপতন ঘটালেও দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকল দূর্যোগ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির লক্ষ্যে।

 এসময় প্রকাশিত গ্রন্থটির অনলাইন সংস্করণও উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী।

#

নাছের/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১515 ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৭৫২

**কোরবানির পশুর হাটে থাকছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টিম**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 আসন্ন ইদুল-আযহা উপলক্ষ্যে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কোরবানির পশুর হাটে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের কার্যক্রমসহ অন্যান্য বিষয় তদারকির জন্য ৮টি মনিটরিং টিম গঠন করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। প্রত্যেক টিমে মন্ত্রণালয়ের একজন করে উপসচিবকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

 কোরবানির পশুর হাটে ভেটেরিনারি মেডিকেল সেবা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন হাটের জন্য ১৮টি ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম ও ১টি বিশেষজ্ঞ ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন করেছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ৪টি কোরবানির হাট ব্যবস্থাপনা মনিটরিং টিম ও ১টি কন্ট্রোল রুম ব্যবস্থাপনা টিম গঠন করেছে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর।

 এছাড়াও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে সারাদেশের কোরবানির পশুর হাটের জন্য ১ হাজার ২শত ১৩টি ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি এসকল কার্যক্রম তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় মনিটরিং টিমও গঠন করা হয়েছে।

#

ইফতেখার/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৭৫১

**মহান বিজয় দিবস  উদ্‌যাপন ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন উপলক্ষে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই):

 মহান বিজয় দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২০ পালন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সকালে ভার্চ্যুয়ালি ( জুম মিটিং)  এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

 সভায় যথাযোগ্য মর্যাদায় ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে মহান বিজয় দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২০  পালনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তবে করোনা ( কোভিড-১৯) পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে পরিস্থিতি বিবেচনায় সীমিত পরিসরে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ ব্যাপকভাবে ব্যানার, ফেস্টুন, ডিজিটাল ব্যানার ও অনলাইনে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন ও পালনের  সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

 সভায় দিবস দুইটি উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, বিভিন্ন কমিটি-উপকমিটি গঠন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বাহিনী, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের দায়িত্ব ও কার্যক্রম নির্ধারণ হয়।

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক  মন্ত্রণালয় সভাকক্ষ হতে সংযুক্ত হয়ে এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।  সভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মন্ত্রণালয়ের  সভাকক্ষ হতে এবং  বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বাহিনী  ও দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ ভার্চ্যুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

#

মারুফ/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৭৫০

**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের****২০২০-২১****অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ (২৬ জুলাই) :

 সরকারের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থার ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) আজ সচিবালয়স্থ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

 সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

 বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির পটভূমি বর্ণনা করে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' -এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য বলে সরকার মনে করে। এ প্রেক্ষাপটে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

 প্রধান অতিথি বলেন, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, সরকারের সার্বিক উন্নয়ন-অগ্রাধিকার, বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, রূপকল্প ২০৪১ এবং অন্যান্য কৌশলগত দলিলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের 'দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)' অনুযায়ী, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে আধুনিক বিশ্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ। এ লক্ষ্য পূরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য এবং সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

 উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতিতে সরকারের সীমিত পরিসরে কার্যক্রম সম্পাদনের অংশ হিসাবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্হ ১৭টি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত যে ১০টি দপ্তর-সংস্থার সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলো হল বাংলা একাডেমি, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, কপিরাইট অফিস, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১৩১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৭৪৯

**পশ্চিম গ্রিসের মানোলাদায় প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য ভ্রাম্যমাণ কন্স্যুলার ও কল্যাণ সেবা**

এথেন্স, গ্রিস, ২৬ জুলাই :

 করোনাকালীন বিশেষ অবস্থায় প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিক অধ্যুষিত পশ্চিম গ্রিসের মানোলাদা, লাপ্পা ও পিরগোজসহ আশেপাশের এলাকায় বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ ভ্রাম্যমাণ কন্স্যুলার ও কল্যাণ সেবা প্রদান করেছে এথেন্সে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস। এই লক্ষ্যে ২৩ ও ২৪ জুলাই মানোলাদার ফুটবল স্টেডিয়ামে একটি কন্স্যুলার ও কল্যাণ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পে প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশিকে পাসপোর্ট, সার্টিফিকেট, সত্যায়ন সেবাসহ সব ধরনের কন্স্যুলার বিষয়ক সেবা এবং পরামর্শ দেয়া হয়। কন্স্যুলার ক্যাম্পে এই অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসী বাংলাদেশিদের গ্রিসে বৈধ ডকুমেন্ট প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিশেষ সেবা এবং আইনি পরামর্শ দেয়া হয়।

 ভ্রাম্যমাণ সেবার জন্য এই ক্যাম্প উদ্বোধন করেন গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. জসীম উদ্দিন। কন্স্যুলার ক্যাম্প এর আগে এই অঞ্চলে বসবাসকারী প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় মেয়রের সাথে বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত বৈঠক করেন। প্রবাসীদের কল্যাণে গ্রিসের স্থানীয় প্রশাসন যেসব আশ্বাস দিয়েছে, রাষ্ট্রদূত সে বিষয়ে প্রবাসীদের বিস্তারিত বলেন। এই করোনাকালীন অবস্থায় নিজেদের জীবনের জন্য স্বাস্থ্যবিধি এবং গ্রিক সরকারের আইন কানুন মেনে চলতে তিনি প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান। রাষ্ট্রদূত মুজিব বর্ষের কথা উল্লেখ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে দেশের কল্যাণে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান।

 দূতাবাসের কাউন্সিলর সুজন দেবনাথ এবং অন্যান্য কন্সুলার কর্মকর্তাগণ কন্স্যুলার ক্যাম্প পরিচালনা করেন। প্রবাসী নেতৃবৃন্দ নিয়মিত কন্সুলার ক্যাম্প পরিচালনা করার জন্য দূতাবাসকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। এই করোনাকালীন অবস্থায় এথেন্স থেকে প্রায় ২৫০ মাইল দূরে প্রবাসীদের সেবা প্রদানের জন্য তারা দূতাবাসের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারা বলেন, যেসব প্রবাসী বাংলাদেশিদের গ্রিসে বৈধ ডকুমেন্টস নেই, তারা সেবা নিতে এথেন্স যেতে পারেন না; এমনকি এথেন্সে যাওয়ার প্রাক্কালে গ্রেফতার হবার সম্ভাবনা থাকে। করোনাকালীন অবস্থায় এথেন্সে যাওয়া আরও কঠিন। এ অবস্থায় দূতাবাসের ভ্রাম্যমাণ কন্স্যুলার সেবা একদিকে যেমন প্রবাসীদের দোরগোড়ায় সেবা নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে সেবা গ্রহণের জন্য প্রবাসীদের এথেন্সে যাতায়াত ও বসবাসজনিত বিপুল অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। এতে করে প্রবাসী শ্রমিকরা অতি সহজে পাসপোর্টসহ সকল ধরনের কন্স্যুলার সেবা ভোগ করছেন। নিকটবর্তী অন্যান্য অঞ্চল যেমন লাপ্পা এবং পীরগোসেও ভ্রাম্যমাণ কন্স্যুলার সেবা পরিচালনা করার জন্য তারা দূতাবাসকে বিশেষ অনুরোধ করেন।

#

অনসূয়া/সুবর্ণা/আসমা/২০২০/১২০০ ঘণ্টা